রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, আগস্ট ৯, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৫ শ্রাবণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০৯ আগস্ট ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.১৬.২২৯—বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার অ্যান্ড অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অটিজম বিশেষজ্ঞ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা প্যানেলের সদস্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্যা কন্যা মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন অটিজম আক্রান্ত ব্যক্তিদের কল্যাণে নিরবচ্ছিন্ন ও উদ্ভাবনীমূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ গত ২৫ জুলাই ২০১৭ তারিখে নিউইয়র্কভিত্তিক অটিস্টিক শিশুদের জন্য সিমা কলাইনু স্কুল অ্যান্ড সেন্টার ফর চিলড্রেন এবং এর আন্তর্জাতিক সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'আই কেয়ার ফর অটিজম' কর্তৃক 'ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত হন।

২। এ বিরল সম্মান আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান ও ভাবমূর্তি আরও সুসংহত ও উজ্জ্বলতর করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর সুযোগ্যা কন্যা মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২৩ শ্রাবণ ১৪২৪/০৭ আগস্ট ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত অভিনন্দন প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

২৩ শ্রাবণ ১৪২৪
ঢাকা: ----------
০৭ আগস্ট ২০১৭

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার অ্যান্ড অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অটিজম বিশেষজ্ঞ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা প্যানেলের সদস্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্যা কন্যা মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন অটিজম আক্রান্ত ব্যক্তিদের কল্যাণে নিরবচ্ছিন্ন ও উদ্ভাবনীমূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ গত ২৫ জুলাই ২০১৭ তারিখে নিউইয়র্কভিত্তিক অটিস্টিক শিশুদের জন্য সিমা কলাইনু স্কুল অ্যান্ড সেন্টার ফর চিলড্রেন এবং এর আন্তর্জাতিক সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'আই কেয়ার ফর অটিজম' কর্তৃক 'ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত হন।

'সিমা কলাইনু' নিউইয়র্কের প্রথম শিশু অটিজম কেন্দ্র ও স্কুল, যা ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এ পর্যন্ত নিউইয়র্কের ৫টি বরোর আওতাধীন এলাকার অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত সহস্রাধিক শিশুকে স্কুল ও হোম সার্ভিস দিয়ে আসছে।

মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন-এর অসামান্য প্রয়াস এবং অভূতপূর্ব উদ্যোগ অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার এবং মেন্টাল অ্যান্ড নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার-কে দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এক গুরুত্ববহ অবস্থানে নিয়ে গেছে।

দক্ষিণ এশিয়াসহ সারা বিশ্বে কার্যকরভাবে অটিজম-সচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রণী ভূমিকায় মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেনের অবদান অপরিসীম। তাঁর যথাযথ উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি-সংক্রান্ত খাতভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার ও অন্যান্য নিউরোডেভেলপমেন্ট ডিজঅর্ডার অন্তর্ভুক্ত হয়। অধিকন্তু, নিউরোডেভেলপমেন্ট ও অটিজম-এর জন্য একটি ইনস্টিটিউট স্থাপন এবং শিশুদের নানারূপ প্রতিবন্ধিতা চিহ্নিতকরণ ও নিরসনের লক্ষ্যে দেশে দশটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে বিশেষ ইউনিট চালু করা হয়।

মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন প্রতিবন্ধী-সেবা ও উন্নয়নে দেশে-বিদেশে নানাবিধ কর্মসূচি নিরন্তর চালিয়ে যাচ্ছেন, যা বিশ্বের সর্বমহলে সমাদৃত ও প্রশংসিত হচ্ছে। মূলত তাঁর উদ্যোগেই ২০১১ সালে ঢাকায় অটিজম বিষয়ে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরই অনুবৃত্তিক্রমে গড়ে ওঠে 'সাউথ এশিয়ান অটিজম নেটওয়ার্ক' — যা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেনের আন্তরিক প্রয়াসেই ২০১৩ সালের মে মাসে অটিজম-সচেতনতা বিষয়ক বাংলাদেশের একটি প্রস্তাব বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্বাহী পরিষদে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। এ ছাড়া অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার মোকাবেলায় ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সেলেন্স ইন পাবলিক হেলথ'-এ ভূষিত করা হয়।

উল্লেখ্য, গত ১৪ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজের জন্য মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন ইউনেস্কো কর্তৃক 'ইন্টারন্যাশনাল জুরি অব দ্য ইউনেস্কো-আমির জাবের আল-আহমদ আল-জাবের আল-সাবাহ প্রাইজ ফর ডিজিটাল এমপাওয়ারমেন্ট ফর পারসনস উইথ্ ডিজেবিলিটিজ'-এর সভাপতি পদে নিযুক্ত হন। এছাড়া তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক গত ০১ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে 'চ্যাম্পিয়ন ফর অটিজম ইন সাউথ-ইস্ট এশিয়া রিজিয়ন' মনোনীত হন। মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের জন্য অটিজম বিষয়ক 'শুভেচ্ছা দূত' হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন।

প্রতিবন্ধী ও মানসিক স্বাস্থ্য খাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে। একই ধারাবাহিকতায় স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন-এর এই পুরস্কার প্রাপ্তি আরেকটি গৌরবোজ্জ্বল অর্জন। এ বিরল সম্মান আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান ও ভাবমূর্তি আরও সুসংহত ও উজ্জ্বলতর করায় মন্ত্রিসভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর সুযোগ্যা কন্যা মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd